দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 APR 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

*শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়েছে*

# সরকারের অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা থাকলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়

## –রাশেদা কে চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বর্তমানে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়েছে। যে অভিভাবক যত বেশী শিক্ষার পেছনে টাকা ব্যয় করতে পারছে তার সন্তান তত বেশী ভালো রেজাল্ট করছে। এর ফলে গ্রামের এবং শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিয়েছে। কিন্তু সব রাজনৈতিক সরকারের অঙ্গীকার এবং সদিচ্ছা থাকলেই সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গতকাল (সোমবার) এলজিইডি মিলনায়তনে এশিয়া এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর শিক্ষার অবস্থা সংক্রান্ত এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী একথা বলেন।

সাবেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রেনে রয়, রাকেল ডি ক্যাস্টেলো, কাজী রফিকুল আলম, মালাম মালেশিয়া, মোঃ আজিজুল হক প্রমুখ।

আমাদের দেশের অভিভাবকরা সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোচিং এবং প্রাইভেট টিউটরের উপর অনেকটাই নির্ভর হয়ে পড়ছেন। এডুকেশন ওয়াচের রিপোর্টেও সে প্রমাণ মিলেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী স্কুলের শতকরা ৮৮ ভাগ, বেসরকারী স্কুলের শতকরা ৭৮ ভাগ এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ অভিভাবক সন্তানের জন্য প্রাইভেট কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। আর প্রাইমারির ক্ষেত্রে ৩০-৪৩ শতাংশ অভিভাবক সন্তানের জন্য প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ বিষয়ে উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, কোচিং বন্ধ করতে হলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকরা যাতে এসব কোচিং ব্যবসায় জড়িয়ে না পড়ের সেজন্য একটি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক দরকার। বাংলাদেশে প্রাইমার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পিইডিপি-২ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রজেক্ট কতটা সফল– এ প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, পিইডিপি-২ যে একেবারে সফল তা নয়।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বর্তমানে কেবল ক্লাস ওয়ান ও ক্লাস টুর শিক্ষার্থীরা নতুন বই পায়। ক্লাস থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অর্ধেক বই দেয়া হয় নতুন আর বাকি অর্ধেক দেয়া হয় পুরান বই। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে প্রাইমারির সব ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেয়া হবে।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, দ্রব্যমূল্য জনজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এখন জীবনধারণ আগে না শিক্ষা আগে এ নিয়ে শংকা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে তা নির্ধারণ করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

এ বছর প্রথমবারের মতো কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সলোমন আইল্যান্ড ও শ্রীলংকা তাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশের এই উদ্যোগ আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের ১০টি দেশে শিক্ষার অবস্থা সংক্রান্ত এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকাতেও এ রিপোর্ট প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এসব দেশের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, কেবল বাংলাদেশেই নয় পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড, নেপাল, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে শিক্ষা খাতে সরকারের বরাদ্দ অত্যন্ত কম।

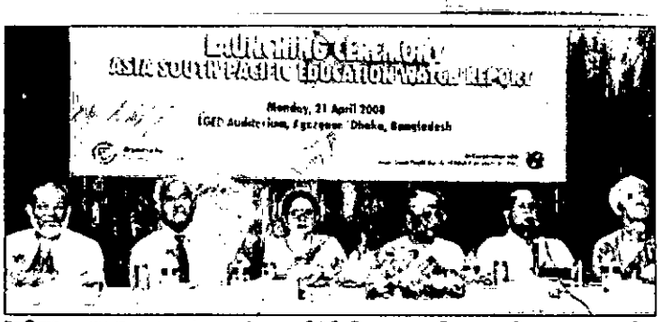


*ইনকিলাব ঃ গতকাল (সোমবার) আগারগাঁওস্থ এলজিইডি মিলনায়তনে এশিয়া এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর শিক্ষার অবস্থা সংক্রান্ত এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী*